ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫১৫৬
আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

রাজ্য সরকার পথ কুকুর ও রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে ঃ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকার সারা রাজ্যে পথ কুকুর ও রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পদক্ষেপগুলির মধ্যে অ্যানিমেল বার্থ কন্ট্রোল রুল ২০২৩ অনুযায়ী পথ কুকুরদের নির্বীজ ও টিকাকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং স্থানীয় সংস্থা ও পৌর কর্তৃকপক্ষের মাধ্যমে অ্যানিমেল বার্থ কন্ট্রোল সেন্টার ও আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহযোগিতায়। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে পথ কুকুর ও রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার এ সংবাদ জানান।

তিনি জানান, ইতিমধ্যেই আগরতলার মিউনিসিপল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে হাঁপানিয়াতে অ্যানিমেল বার্থ কন্ট্রোল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। আর কে নগরে একটি প্রাণী আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও অন্যান্য পুর সভাগুলিতেও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর ও প্রাণী কল্যাণ সংস্থার সহযোগিতায় অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বাসস্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে পথ কুকুরদের নিয়ন্ত্রণে নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব জানান, ন্যাশনাল হাইওয়ে এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড, পূর্ত দপ্তর, পরিবহন দপ্তর, পৌর সংস্থা ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে জাতীয় সড়কগুলিতে ঘুরে বেড়ানো প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণে ২৪ ঘন্টা নজরদারি ও দ্রুত ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। চিহ্নিত প্রাণীদের নির্ধারিত আশ্রয় কেন্দ্র ও গোশালায় স্থানান্তর করা হচ্ছে। সেখানে খাদ্য, জল ও পশু চিকিৎসা পরিষেবাও রয়েছে। পথ কুকুর ও রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণে ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন হেল্পলাইন খোলা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ড. নিরাজ কুমার চঞ্চল জানান, প্রতিটি হাসপাতালে অ্যান্টি রেবিস ভ্যাকসিন ও ইমিউনোগ্লোবুলিন পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রাখা হয়েছে। এছাড়া সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পথ কুকুর এবং রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো প্রাণীদের আচার আচরণ, তাদের দ্বারা বাহিত রোগ, বিভিন্ন প্রতিষেধক এবং প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে সচেতনতা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে ছাত্রছাত্রীদেরও সচেতন করা হচ্ছে। পথ কুকুর ও রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো প্রাণীদের রাজ্যব্যাপী অবকাঠামোর উন্নয়ন ও উক্ত কাজে যুক্ত কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যে দেবীপুর, মোহনপুর ও ধর্মনগরে মোট ৩টি গোশালা আছে। ৫টি জেলাতে এনজিও-দের মাধ্যমে আরও ৫টি গোশালা করা হবে। গরু পাচার প্রতিরোধে বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে ২ হাজার গরু উদ্ধার হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা বিমল কৃষ্ণ দাস।

****